কৃত্তিবাস ওঝা

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। লেখকের নিবেদন ।।

বাংলার আদিকবি, বাংলা ভাষা—সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ 'কৃত্তিবাস ওঝা'—যাঁকে অনেকে বলে থাকেন 'বাংলার বাল্মীকি'—তাঁর স্বহস্তে লেখা 'শ্রীরামপাঁচালি' নামক পুথিখানির আবিষ্কার কাজ এখনও অব্যাহত রয়েছে। উনিশ শতকের পুথিবিশারদ, ভাষাবিদ—সাহিত্যিক, সাহিত্য ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেন, হিরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ সেইসঙ্গে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীমূলক কাব্যের ভাষ্য-বয়ানের অর্থ বুঝে নেওয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রয়াস নিয়েছেন। পরবর্তীকালে একইভাবে প্রয়াসী হয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন... অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজন তথা বিশেষজ্ঞরা। ফলশ্রুতিতে জানা গেছে অনেকানেক তথ্য। তবে জানার কাজ শেষ হয়নি। কবি কৃত্তিবাসের জীবন ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে যদি তাঁর সমকালে বা অব্যবহিত পরবর্তীকালে সবিশেষ উদ্যোগ প্রয়াস নেওয়া হত—তাহলে কাজটা সহজ হত—এমন আক্ষেপ অনেকেই করে থাকেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিন্তু বাংলার জনজীবনে প্রচলিত থেকেছে বরাবর। যদিও যুগের বিভিন্ন সময়ে রুচিশীলতা, সহজবোধ্যতা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে অনেক সাহিত্যস্রষ্টা বিদ্বান-পণ্ডিতজনেরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা-শব্দাদির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। পরিবর্তন-প্রকারান্তর যাই হয়ে থাকুক—আনন্দের কথা এই যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কথা বরাবর প্রচলিত থেকে বাংলার আদিকবি এক অনন্য সাহিত্যস্রষ্টারূপে পরিচিত থেকে গেছেন এই বাংলার মানুষের কাছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে কেন্দ্র করে হয়েছে—আজও

সৃষ্টি হয়ে চলেছে নিত্য নতুন গল্পকাহিনি, ছড়া-কবিতা, নাটক-প্রহসন ইত্যাদি। তবে এরই মাঝে আজকের ইতিহাসমনস্ক, সাহিত্যিক—ভাষাতত্ত্ববিদ মানুষরা অনুসন্ধান-গবেষণার কাজ চালিয়ে জানতে চেষ্টা করে চলেছেন—বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্ম—জীবনকথা ইতিহাসের প্রামাণ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। কবি কৃত্তিবাসকে জানার জন্যে প্রয়াসী এই ব্যক্তিপুরুষরা জানেন—বাংলা নামক ভাষার ক্রমপর্যায় ইতিহাস জানতে হলে জানা প্রয়োজন কৃত্তিবাসকৃত সাহিত্যের স্বরূপবৈশিষ্ট্য। 'বাংলা' ভাষাকে বিশ্বজনের তথা বিশ্ব প্রচারিত সকল ভাষার সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারে বুঝে নিতে হলে জানা প্রয়োজন আদি তথা মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার স্বরূপ—কবি কৃত্তিবাস যে ভাষা-আশ্রয়ে রচনা করেছিলেন কালজয়ী এক মহাকাব্য। হলেও তা 'বাল্মীকি' রামায়ণ আশ্রিত তাতে আছে কৃত্তিবাসকৃত সাহিত্যের অনন্য অনুপম মাত্রাবৈশিষ্ট্য।

গবেষণা-অনুসন্ধানের কাজ অব্যাহত থাকায়—জানা যাচ্ছে—প্রচারিত হচ্ছে আজও কবি 'কৃত্তিবাস সম্বন্ধীয়' নানা তথ্য সংবাদ। ১৩৯৮-১৪৩২ যে খ্রিস্টাব্দেই কবির জন্ম হয়ে থাকুক—১৪৩২ থেকে ১৪৩৭ (মতান্তরে ১৪৬৭ থেকে ১৪৭২)—যে খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কবি রামায়ণ পাঁচালি রচনা করে থাকুন—এটা ঠিক যে 'শ্রীরামপাঁচালী'র রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝা। ইতিহাসনির্ভর এক বাস্তব সত্য এ। এমন সব সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সেই সঙ্গে 'কৃত্তিবাস' নামক কবি—শ্রেষ্ঠর জীবনতথ্য জানার কাজ এগিয়ে চলেছে।

গবেষক পণ্ডিতজনেরা মনে করেন—কবি কৃত্তিবাস ইতিহাস—বিদিত পুরুষ 'শ্রীহর্ষ'-এর বাইশতম অধস্তন পুরুষ। 'শ্রীহর্ষ' নামক ব্যক্তিটি সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত—'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান'-এ শ্রীহর্ষ—(১১ শতাব্দী) পিতার নাম মেধাতিথি বা তিথিমেধা, তাঁর রচিত 'নৈষধচরিত' গ্রন্থটিকে প্রাচীন ভারতের ৫টি মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম বলা হয়। গ্রন্থটি

থেকে তৎকালীন বাঙালির সামাজিক আচার বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায়। দর্শনের ওপর তাঁর 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' গ্রন্থখানি পূর্বভারতে নৈয়ায়িক মহলে দীর্ঘকাল অরণ্যপাঠ্যরূপে প্রচারিত ছিল। তাঁর বাঙালিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

বাঙালিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। এখন অনেক গবেষণায় প্রচার পেয়েছে যে তিনি এ বাংলার মাটিতে এসেছিলেন—এক রাজপুরুষের আহ্বানে। কাব্যকুঞ্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলার মাটিতে এসেছিলেন—শ্রীহর্ষ তাঁদের মধ্যেই অন্যতম একজন। গবেষণার ফলশ্রুতিতে জানা যায়—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ-এ উল্লেখিত নানা নামের সূত্রে অনেকানেক তথ্য। গবেষকরা স্থির-নিশ্চিত যে কবি কৃত্তিবাস গন্ধর্বরাজ সদৃশ যে 'গৌড়েশ্বর' রাজার রাজসভায় এসেছিলেন তিনি হলেন কংসনারায়ণ। রাজশাহি— তাহেরপুর তথা রাজা কংসনারায়ণ-এর বন্ধু-আত্মীয়-সভাসদদের নামই কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে উল্লেখ পেয়েছে। গবেষক পণ্ডিতজনেরা স্থির-নিশ্চিত যে কবি কৃত্তিবাসকে যে গৌড়েশ্বর রাজা বাংলায় রামায়ণকাব্য রচনা করতে বলেছিলেন—তিনি ছিলেন হিন্দু। হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্যকে প্রচারার্থেই তিনি কৃত্তিবাসকে 'রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।'

বাংলার আদিকবির জীবন ও সৃষ্ট কাব্য সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণা কাজ অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। অব্যাহত থাকলে ইতিহাস তথা বাস্তবকালের যুগমহান কীর্তিপুরুষ কৃত্তিবাস সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উদ্ঘাটিত হবে।

উদ্ঘাটিত তথ্য—সর্বজনের সমক্ষে প্রচার পাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। ইতিহাসসিদ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণে যা কিছু সত্য তা সর্বজনকে জানানোর জন্যেই প্রয়োজন কবি কৃত্তিবাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশনার। প্রয়োজন বইপত্র প্রকাশনার।

সাহিত্যপাঠ তথা বিনোদনপর্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনেকেই

পড়ে থাকেন। কিন্তু 'চারিত্রপূজা'র কথা মনে রেখে কজন কবি কৃত্তিবাসের জীবনকথা জানতে চান!

বাংলার আদিকবির পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা না থাকলেও যা আছে—যতটুকু আছে তা কজনই বা জানেন!

কবি কৃত্তিবাসের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশনার সাধু উদ্যোগ নিয়েছে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'গ্রন্থতীর্থ'। অতীতকে সমকাল—উত্তরকালের কাছে তুলে ধরার জন্যে এ প্রকাশনা সংস্থার ইতিহাস মনস্ক সমাজসচেতন কর্ণধার পুরুষ শ্রী শংকরীভূষণ নায়ক-এর উদ্যোগ-প্রয়াসে প্রকাশনা পেয়ে চলেছে একের পর এক ইতিহাসবন্দিত সব বরেণ্য পুরুষদের জীবনকথা। বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝাও বাদ পড়েননি।

যেখানে যতটুকু তথ্য পেয়েছি তার যোগসূত্রেই এ জীবনীগ্রন্থ লেখার চেষ্টা করেছি। জন্ম, শৈশব-কৈশোর...জীবনের সব পর্যায় ধরে কবি কৃত্তিবাসের জীবনকথা লেখা না হলেও—বলা চলে একে জীবনকাহিনিই। নানা কাহিনির সূত্রে এসেছে নানা সময়ের ব্যক্তিপুরুষদের কৃত্তিবাস-সম্বন্ধীয় বক্তব্যাদির কথাও। এ যেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন মানুষকে ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া প্রেক্ষাপট থেকে খুঁজে বের করার প্রয়াস। তা যাই হোক—এ জীবনকথা পড়ে যদি পাঠকজন উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আরও তথ্য জানতে উৎসুক-উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে—তাহলে আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

গৌরী মিত্র

।। ১ ।।

'কৃত্তি' মানে বাঘছাল। বাঘছাল তথা কৃত্তি যাঁর বাস মানে বসন তাঁর নাম 'কৃত্তিবাস'। পুরাণকথায় বলে দেবাদিদের শিবের অঙ্গবাস—বাঘের ছাল। তাই তাঁর একটা নাম হল 'কৃত্তিবাস'। এ জীবনীগ্রন্থের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর নামও কৃত্তিবাস। ইনি কোনো পুরাণকথায় বর্ণিত ব্যক্তিত্ব নন। ইনি একজন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তি, বাংলা-ভূমির আদিকবি। আদিকবি কৃত্তিবাসের অনবদ্য কীর্তি—বাংলা ভাষায় বিশেষ ছন্দোবন্ধে রামায়ণকাব্য রচনা। সংস্কৃতে আদিকবি বাল্মীকি যে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন—সেই মহাকাব্যই কৃত্তিবাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে তাঁর লেখনীতে এ মহাকাব্য ভিন্নমাত্রিক এক বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। কৃত্তিবাস এ মহাকাব্যে বাংলার এক বিশেষ সময়কাল তথা সমাজের চিত্রকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এ মহাকাব্য মৌলিক না হলেও বিষয়বস্তু, ভাষা-ভাব ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যগুণে অনন্য-অনবদ্য হয়ে এক ঐতিহাসিক সৃষ্টিরূপে মর্যাদা পেয়েছে।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণের সর্ব বিষয়কে কবি কৃত্তিবাস গ্রহণ করেননি। তাঁর কাব্যে বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা...অযোধ্যা, লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ রাবণ—সবই স্থান পেয়েছে। সেইসঙ্গে স্থান পেয়েছে প্রাদেশিক বাংলাভুমির জনজীবনে পরিচিত অনেকানেক নিসর্গ মানে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকথা। স্থান পেয়েছে বাংলার জনমানুষের অতি পরিচিত সব প্রবাদ-লোককথাও। এবংবিধ কারণেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালি মাত্রেরই কাছে প্রাণের সম্পদ।

'শ্রীরামপাঞ্চালি' কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের নাম। রচয়িতা কৃত্তিবসের পুরোনাম। কৃত্তিবাস ওঝা—'শ্রীরামপাঞ্চালী'—কৃত্তিবাস ওঝার এই সাহিত্য তথা কাব্যকীর্তির স্বরূপবৈশিষ্ট্য

—ভাব-ভাষা-বিষয়বস্তুর নিরিখে—বুঝে নেওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়। বাংলার ঘরে ঘরে সাধারণ মানুষ সেই অনবদ্য সৃষ্টিকে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বলে জানে। 'শ্রীরামপাঞ্চালী' নামক পুথিকাব্যের বাংলা ভাষার যতই প্রকারান্তর ঘটে থাকুক—হারিয়ে যায়নি আকর্ষণমাত্রা। ধর্ম, সমাজ, সংসার, রাজ্য-রাষ্ট্র-শিক্ষা-মানবকেন্দ্রিক সর্ব বিষয়ের সত্যাসত্য বিচারার্থে বাংলার মানুষ নির্ভর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাব্যের ওপর।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর আলোচ্য তথা মূল চরিত্র যখন অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র তখন জেনে নিতে হয় সংক্ষেপে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণকাব্যকে কমবেশি অনুসরণ করে এই ভারতভূমির অন্য অন্য প্রদেশে—ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-আশ্রয়ে যে সব রামায়ণকাব্য রচিত হয়েছে—সে সবের কথা।

এটা ঠিক যে—দেবভাষা সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকি রামায়ণের পাঠ নেওয়া সম্ভবপর ছিল না বাংলা—ওড়িশা-অসম-এক কথায় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষের পক্ষে। সাধারণ মানুষ পড়তে পারে—বাংলা, ওড়িয়া, অসম প্রভৃতি স্থানীয় তথা মাতৃভাষায় লেখা বইপত্র। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবেই হয়তো একসময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝার মতো কেউ কেউ রচনা করেছেন রামায়ণকাব্য—স্থানীয় ভাষার আশ্রয়ে। তবে সব ক্ষেত্রেই মূলে থেকেছে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণকাব্যের বিষয়বস্তু। বাল্মীকি রচিত রামায়ণকাব্য যদি নিছক কল্পনাপ্রসূত বিষয় হত তবে তা হতে পারত না গ্রামগঞ্জ শহর-রাজ্য নির্বিশেষে সর্বজনের জন্যে আদর্শ তথা অবশ্য গ্রহণযোগ্য। বাল্মীকি রামায়ণকাব্যের সত্যাসত্য সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আছে যে মহামূল্যবান উক্তি—

'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে— কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

সত্য, অসত্যের মাত্রা কীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে—তা

জ্ঞানীগুণীজন জানেন। তাঁদের বোধজ্ঞানে তাই বাল্মীকি রামায়ণকাব্যের বিষয়পর্ব শুধু সত্য নয়—শাশ্বত মানে চিরকালীন এক সত্যের কাহিনি। এক শাশ্বত সত্যের মাহাত্ম্য কথা বাল্মীকি প্রচার করেছেন তাঁর রচিত মহাকাব্যের মাধ্যমে। রাম-লক্ষ্মণ, সীতা—রাক্ষসরাজ রাবণ—সবাই প্রতীক মাত্র। প্রচারিত হয়েছে এঁদের অবস্থান—কার্যক্রিয়া-ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সত্যের মাহাত্ম্য। সত্যের জয় মানে শান্তি-মঙ্গল...।

এ কারণেই দেশ তথা প্রদেশের আপামর মানুষের হিতার্থে—তাদের আদর্শায়িত করে তোলার জন্যে জ্ঞানীগুণীজন লিখেছেন নাগ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য। বাংলা সাহিত্যের তথা ইতিহাসের প্রাজ্ঞ লেখক—গবেষক প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ)-এ বিষয়ে যে মহামূল্যবান ভাষ্য রেখেছেন—

'শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যেই রামায়ণের অমৃতরসে পুষ্ট হয়েছে। তামিল (কম্ভম-রামায়ণ) কানাড়ি (পম্পা রামায়ণ) প্রভৃতি দ্রাবিড় সাহিত্যও অকৃপণহস্তেই রামচরিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। এই প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে তুলসীদাসের রামচরিতমানসই যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে সে বিষয়ে, সন্দেহ নেই। এই রামায়ণখানি স্বমহিমায় অতি অনায়াসেই প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গৌরবান্বিত করেছে। (ভূমিকা-অংশ। অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণ (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য)

কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর প্রসঙ্গকথার সূত্রে জানা প্রয়োজন বাল্মীকি রামায়ণের কাব্যবৈশিষ্ট্য।

বাল্মীকি রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধা, লঙ্কা, উত্তর—সাতটি কাণ্ডের শিরোনাম যথাক্রমে, শ্লোকসংখ্যা—চল্লিশ হাজারের মতো। সাহিত্য গবেষকরা বলেন—বাল্মীকি রামায়ণে আদি ও উত্তরকাণ্ড ছিল না, পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। বাল্মীকি মহাকাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে

মানবিক নানাগুণে ভূষিত করে রচনা করেছেন। পরবর্তীকালের লেখক—রচয়িতারা শ্রীরামের চরিত্রে দেববৈশিষ্ট্য যুক্ত করে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার করে তুলতে চেয়েছেন। মূল রামায়ণ থেকে সরে যাওয়া—এমনটা শুধু কৃত্তিবাস ওঝা নন আরও অনেক রামায়ণকারদের দ্বারাও ঘটেছে। এই সরে যাওয়া মানে বিষয়ে নতুন তত্ত্ব-তথ্য যুক্ত করা—এসব ঘটেছে সমাজ আর সময়ের মূল্যবোধ—প্রয়োজনের কথা বিচারাদি করে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ—সবই রামায়ণকথা। তবে এর কোন্‌টি কোন্‌ প্রয়োজনে এবং কোন্‌ পরিস্থিতি তথা সময়ে বিরচিত—এ বিষয়কথায় গিয়ে কাজ নেই। তবে তুলসীদাসী রামায়ণ-এর কথা কিঞ্চিত জানা প্রয়োজন।

ধর্মতত্ত্ববিদরা যেমন তেমনই সাহিত্য—বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন—তুলসী রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য যেমন আছে তেমনই আছে এর নৈতিক সম্পদ। 'রামচরিতমানস'-এর স্রষ্টা তুলসীদাসের জীবনীকাল—আনুমানিক ১৫৩৩-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ। 'রামচরিতমানস' হিন্দি রামসাহিত্যের এই অনবদ্য সৃষ্টিকে বলা চলে কালজয়ী, ভাষা নির্বিশেষে সব ভারতবাসীর কাছে আদরণীয়ও বটে। আরও যে কথা বলতে হয় এ প্রসঙ্গে—হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ নির্বিশেষে ভারতবাসী রামায়ণ-আদর্শকে স্বাগত জানিয়েছে। জৈন কাঠামোয়, বৌদ্ধ কাঠামোয় রামায়ণ রচনা—এ কাজ হয়েছে কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রমুখ রামায়ণকারদের রচনাকারের বহুকাল আগে। ভারতের বাইরে রামায়ণকাব্য লেখা—তাও সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে বিদগ্ধ লেখক শ্রী উজ্জ্বল সিংহ-এর ভাষ্য। তিনি লিখেছেন—

ভারতের বাইরে রামকথার প্রচার ঘটে বৌদ্ধদের মাধ্যমে। 'অনামক জাতক' তৃতীয় শতকে ও 'দশরথকথানক' ৫ম শতকে অনূদিত হয় চীন ভাষায়। এরপরে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে 'তিব্বতি রামায়ণ (আনু, ৮ম শতক)। পূর্ব তুর্কীস্তানের (খাতানী রামায়ণ

(৯-শতক)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দোচীনে 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর সময়কার কোনো সাহিত্য পাওয়া যায় না। ইন্দোনেশিয়ায়' রামকথার দুটো রূপ পাওয়া যায়। প্রথমটি জাভার ১০-শতকের ভট্টিকাব্য ভিত্তিক রামায়ণ, দ্বিতীয়টি ১৫-শতকের 'হিকয়িত সেরী রাম'। দ্বিতীয়টিই বেশি জনপ্রিয়, এটি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে বেশ আলাদা, কিন্তু মূল কথাবস্তু একই। ...'শ্যাম, ব্রহ্মদেশ সর্বত্র এই রামায়ণ প্রচলিত। কম্বোডিয়ান 'রামকের্তি' (১৬ শতক), শ্যামদেশের 'রামকিয়েন' (১৬-শতক) ইত্যাদির মধ্যে 'সেরী রাম' ও বাল্মীকি রামায়ণের একটা সমন্বয় তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। (রামকাব্য কথা, শারদীয়া মাতৃশক্তি ১৪১৩)

এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে 'রাম' শব্দ যোগে বহু পুরাণপুরুষের মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে। পরশুরাম, বলরাম আছেন। তার মধ্যে রয়েছেন দাশরথী রাম মানে অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র রামও। বাল্মীকি রামায়ণে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে—দশরথপুত্র রামচন্দ্রই আলোচ্য ব্যক্তিপুরুষ কবীর, দাদূ প্রমুখ মরমিয়া কবি সাধকজনেরা আবার 'রাম' অর্থে পরমব্রহ্ম সনাতনকে নির্দিষ্ট করেছেন। যাই হোক কৃত্তিবাসী রামায়ণের সূত্রে আমরা মানে কৃত্তিবাস ওঝার পরবর্তী প্রজন্মের মানুষজনেরা বুঝে নিতে পেরেছি রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য বৈশিষ্ট্যাদি। বুঝে নিতে পেরেছি তাঁর সমাজমনস্কতা তথা ধর্মপ্রাণতাও। বাংলার পটভূমিতে বিশেষ করে সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তিনি যে একজন পাষাণস্তম্ভ স্বরূপ—সে কথা স্বীকার করে অনেকানেক ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল স্রষ্টা—গবেষক পুরুষরা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...বসন্তরঞ্জন রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু... নলিনীকান্ত ভট্টশালী...হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বাংলা সাহিত্য ইতিহাসবিদ, গবেষকজনদের ভূমিকায় বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের বাংলাভাষার মূল্যমহিমা